SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

AFFILIATED TO BANKURA UNIVERSITY

SESSION : 2022-23

SUBJECT - PHILOSOPHY

COURSE TITLE - History of western philosophy II

SUBMITED BY

- ANTARA PAL
- MANTI SINHA
- PAYEL GOPE
- PRASENJIT MONDAL
- SHRABANI PRAMANIK
- SUMON BANARJEE

SUBMITED TO

- MOUSUMI MONDAL

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত "শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজ"-এর প্রথম বর্ষের, "দর্শন বিভাগ(Philosophy Honours)"এর দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রী আমরা।

আমাদের দর্শন বিভাগের "পাশ্চাত্য দর্শন"-এর অন্তর্গত "প্রতিরূপি বস্তুবাদ"সম্বন্ধে একটি প্র্যাকটিক্যাল খাতা তৈরি করতে বলা হয়েছিল। আমরা সকলে একবদ্ধ ভাবে সেই খাতাটি তৈরি করেছি ঠিকই,, কিন্তু আমাদের কলেজের অধ্যাপিকা, মাননীয়া "মৌসুমী মন্ডল" মহাশয়ার অব্যক্ত সাহায্য ছাড়া আমাদের প্রকল্পটি রূপায়ণ করা সম্ভব হতো না। তিনি আমাদের প্রকল্পটি তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের কে নানান ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই,তাঁর প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আমাদের দর্শন বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং কলেজের লাইব্রেরিয়ান স্যার "প্রদীপ চ্যাটার্জী" মহাশয় তাঁর ও অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে। তাই তাদের সকালের প্রতি ও আমরা কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আমাদের পিতা-মাতা ও সহপাঠীদের যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

ধন্যবাদান্তে

Antara Pal- 671
Manti Sinha -676
Payel Gope -677
Prasenjit Mondal -678
Shrabani Pramanik-680
Sumon Banarjee- 681

শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়সূচি	পৃষ্ঠা নাম্বার
1.	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	1
2.	ভূমিকা	3
3.	বিষয়বস্তু	4-5
4.	সমালোচনা (Criticism)	6-7
5.	মূল্যায়ন	8
6.	তথ্যসূত্র	9
7.		

ভূমিকা

ইংল্যান্ডের অন্তর্গত বৃষ্টল নগরের (Bristol)সন্নিকটে রিংটোন(Wrington) নামক স্থান ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দ লক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন গোড়া খ্রিস্টান (Puritan) এবং স্থানীয় আইনজীবী। চতুর্দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত পিতার পরিচর্যায় লক সগৃহে শিক্ষা লাভের ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওয়েস্ট মিনিস্টার স্কুলে ভর্তি হন। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওই বিদ্যায়তনে শিক্ষা লাভের পর একই বছরে তিনি অক্সফোড বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্গত ক্রাইস্টচার্চ কলেজে শিক্ষা লাভ করেন এবং যথাসময়ে ওই বিদ্যালয় থেকে বি.এ এবং এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

যা এঅবস্থায় লক কেবল দর্শন শাস্ত্রয় অধ্যায়ন করেননি, আরো অনেক বিষয় যথা - পদার্থবিজ্ঞান ,রসায়ন বিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান ,এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অতি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যায়ন করেন।

লকের রচনাবলীর মধ্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হল Essay concering Human Undastending। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির চারটি প্রধান অংশে চারটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রথম অংশে বুদ্ধিবাদীদের সহজ জাত ধারণা তত্ত্ব খন্ডন করা হয়েছে ।দ্বিতীয় অংশে ধারণার উৎস ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে আলোচ্য বিষয় হলো শব্দ এবং শব্দের সঙ্গে ধারণা সম্পর্ক এবং সর্বশেষ চতুর্থ অংশের আলোচ্য বিষয় হলো ধারণার সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক জ্ঞানের স্বরূপ ও সীমানা। স্যার কথা হলো Essay গ্রন্থটিতে লকের আসল লক্ষ্য হলো জ্ঞানতাত্ত্বিক বুদ্ধিবাদী মতবাদকে অসার প্রতিপন্ন করে অভিজ্ঞতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করা। তবে এই গ্রন্থটির (Essay)জন্য দর্শনের জগতে লোক স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গন্ধ যথা - ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Two Treatises of Civil Government গ্রন্থটি ও কম মূল্য বান নয়। গন্থটির প্রথম ভাগে লক রাজার চূড়ান্ত ক্ষমতার বিরোধিতা করেন দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে নিজেও মতবাদ প্রকাশ করেন। লকের রাজনৈতিক মতবাদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রাসেল বলেন দার্শনিকদের মধ্য QA মতবাদ অনুসরণ করে কেবল ইংল্যান্ডের সংবিধান রচিত হয়নি, সুদর আমেরিকা সংবিধান ও রচিত হয়।

বিষয়বস্তু

লকের প্রতিরুপী বস্তুবাদ (Representative Realism of Locke) :-

বস্তুবাদ (Realism) অনুসারে, জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্ব আমাদের জানার উপনির্ভর করে না, আমরা না জানলেও মন-নিরপেক্ষভাবে তাদের অস্তিত্ব থাকে । বস্তুবাদের সমর্থকরা এক কথায় বলেন যে, জ্ঞাতা মন যেমন আছে জ্ঞানের বিষয়েও তেমন আছে - উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে । বস্তুবাদ হল ভাববাদের বিরোধী মতবাদ । ভাববাদ অনুসারে, জ্ঞাতা-মনের অস্তিত্ব থাকলেও জ্ঞানের বিষয়ের মন-নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। জ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞতা মনের ভাব বা ধারণামাত্র ।

বস্তুবাদের আবার প্রধান দুটি প্রকার আছে (i) সরল বা লৌকিক বস্তুবাদ (Naive of commonsense Realism) (ii) প্রতিরুপি বা প্রতীক বস্তুবাদ (Representative Realism)। সরল বস্তুবাদ অনুসারে, জ্ঞানের বিষয়ের যেমন মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে তেমনি সেই বিষয়ের গুনগুলি মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে এবং গুণ সম্মানিত জ্ঞানের বিষয়কে আমরা সরাসরি ভাবে প্রত্যক্ষ করে তার স্বরুপ জানতে পারি । প্রতিরুপী বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞানের বিষয়ের মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকলেও তার সব গুণ বস্তুগত (Objective) নয় কিছু গুণ মনোসাপেক্ষ এবং জ্ঞানের বিষয়কে আমরা সরাসরি ভাবে জানতে পারি না জানি পরোক্ষভাবে বস্তু ধর্ম সৃষ্টি ধরনের মাধ্যমে বা প্রতিরুপের মাধ্যমে । অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক (John Locke) হলেন প্রতিরুপী বস্তুবাদের প্রধান প্রবক্তা ।

লেকের মতে, জড় বস্তুর মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকলো আমাদের বস্তুজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান বস্তুকে আমরা জানি মুখ্যগুণ (Primary Quality) ও গৌণগুণ (Secondary Quality) ধারণার মাধ্যম । লক তৎকালীন বিজ্ঞান কে অনুসরণ করে বস্তুর গুণকে দুই ভাগে ভাগ করেন মুখ্যগুণ গৌণগুণ । মুখ্য গুণ হলো বস্তুর নিজস্ব গুণ যা কেউ প্রত্যক্ষ করুক বা না করুক বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে, যা সব জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম এবং যাদের বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিজ্ঞান যে সব বস্তুধর্ম নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করে যেসব ধর্মের পরিমাণ সম্ভব সেইসব ধর্ম বা গুণ হল মুখ্যগুণ । যেমন – বিস্তার, আকার,

আয়তন, গতিভার ইত্যাদি। বস্তুর স্বভাবে এসব ধর্ম থাকে এবং সব বস্তুতেই সাধারণভাবে থাকে।

অপরপক্ষে গৌণগুণ বস্তু নিজস্ব গুণ নয়। গৌণগুণ অনেকাংশে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভাবের উপর নির্ভর করে। বস্তুর রঙ, গন্ধ, স্বাদ, উষ্ণতা ইত্যাদি হলো গৌণগুণ। এসব গুণের অনুভব আমাদের যেভাবে হয়, ঠিক সেইভাবে তারা বস্তুতে থাকে না, স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে এদের অনুভব আবার ভিন্ন ভিন্ন হয়। উজ্জ্বল আলোক যাকে লাল দেখায় অনউজ্জ্বল আলোক তাকে তেমন লাল দেখায় না, আবার আলোক না থাকলে কোন রংই দেখাযায় না।

সমালোচনা (Criticism)

লকের প্রতিরুপি বস্তুবাদে প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদই (Realisam) প্রতিষ্ঠিত হয়নি পরন্ত এই মতবাদ (ভাববাদের(Idealism) পথকে ই প্রশস্ত ও শুভম করেছে।

প্রথমত- লক যে মুখ্য গুণ ও গণিত গুণের মধ্য পার্থক্য করে বলেছেন মুখ্য গুণগুলি বস্তু ধর্ম হলেও গৌণ গুণগুলি বস্তু ধর্ম নয়। একমাত্র মুক্তি সখ্যতা হতে পারেনি। জড়বস্তু যদি অজ্ঞাত হয় তাহলে কোন গুণকেই বস্তু ধর্ম রূপে গণ্য করার যাবেনা এবং সে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বছর সব গুনকেই -বিস্তার আকার গতি ইত্যাদি কে এবং রডোর রস ইত্যাদিকে মনো সাপেক্ষ রূপে গণ্য করতে হবে।বাস্তবিকপক্ষে সব গুনের ধারণায় ইন্দ্রিয় - সংবেদনের উপর নির্ভরশীল। রউের ধারণা যেমন চোখের উপর নির্ভরশীল। বস্তুর আকার আয়তন ও তেমনি চোখের ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল কাজেই মুখ্য গুণ ও গেনিগণের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন পার্থক্য নেই। উভয়কে এক জাতীয় গুণ বলা সঙ্গত। জড়বস্তু যখন অজ্ঞাত তখন মুখ্যগণকে বস্তু ধর্ম বলার কোন যুক্তি নেই। সব গুনে ই যখন আমাদের অনুভবের বা ইন্দ্রিয়-সংবেদনের উপর নির্ভরশীল তখনই সব গুণকেই মন সাপেক্ষ বলতে হয়।

দ্বিতীয়ত:- লক যখন বলেন মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর বোনের সাদৃশ্য বা মিল থাকে তখন সেই কথার সঙ্গে তার পূর্বকথার কোন সঙ্গটি থাকে না । মুখের প্রতিবাদী বস্তুদের পূর্বকথা হলো আমাদের জ্ঞান ধারণার জগতে সীমাবদ্ধ থাকে ধারনার বাইরে বস্তুটি যে কি এবং তার ধর্মই বা কি তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় এমন ক্ষেত্রে বস্তুর মত বস্তু ধর্ম যদি আমাদের অজানা বিষয় হয় (কেননা আমরা কেবল ধারনা কেই সরাসরি জানি।-আগের ছকটি দেখো) তবে তার সঙ্গে আমাদের মনের ধারণার মিল হল কি হল না কিছুই বলা সম্ভব হবে না । 'ক'যদি অজ্ঞাত বিষয় হয় তাহলে 'খ' মনশ্চিত্রটির সঙ্গে তার মিল আছে (অথবা নেই) এমন বলা চলে না।

লকের প্রতি রুপি বস্তুবাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ গুলি ভাববাদী দার্শনিক বা করলে (Berkley)উত্থাপন করেন।

আসলে লক তার প্রতি রুপি বস্তুবাদ জ্ঞতা জ্ঞানের বিষয়ের মধ্য প্রতি রূপের বা ধারণার এক দুর্বোধ্য প্রচার তুলে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ভাববাদের ভিত্তি

বস্তরককে প্রতিষ্ঠা করেছেন। লক স্পষ্ট ভাবে বলেছেন আগের ছকটি দেখো যে আমাদের জ্ঞান ধারণা (প্রতিরূপের)জগতে সীমাবদ্ধ ধারণার বাইরে কি আছে? ধারণার সীমানাকে লক্ষণ করে, তা জানা আমাদের শ্রদ্ধাদিত। জ্ঞতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে ধারণার এই কল্পিত প্রাচীর ম-ধ-জ কাতের প্রাচীরের মত স্বচ্ছ নয় তা যেন এক লৌহ মবনিকা। লৌহ মবনিকা স্বরূপ এই প্রতিরূপে (ধারণার) আড়াল ভেদ করে মবনিকার অন্তরালে বস্তুত কি আছে ,জ্ঞাতার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। লকের এই প্রচার অভিমতের ঘা অভিজ্ঞতা বাদ বিরোধী অভিজ্ঞতা। অনিবার্য পরিণতি হল ভাববাদ বিশেষ করে বাকলের অন্তর্গত ভাববাদ (Subjective Idealiism of Berkely) । মন যদি সাক্ষাৎ ভাবে শুধু প্রতিরূপ বা ধারণাকে জানাতে পারে তাহলে মন নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে এক কথায় বলতে হয় যে এই জগতে কেবল মনের ভাব বা ধারণায় আছে।

মূল্যায়ন

আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তু নয়, তাহলে বস্তু ধর্মের ধারণা---- মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ ধারণা। বস্তুর পরিবর্তে আমরা সরাসরি ভাবে বস্তু ধর্মের মাধ্যমে, বস্তুর প্রতিবিম্ব অর্থাৎ প্রতিরূপ বা ধারণা বা মনশ্চিত্ত কে জানি। প্রতিবিম্ব বা ধারণা হলো বস্তু তথা বস্তু ধর্মের প্রতীক ।

জন্ লকের মতে, জড়বস্তু বা জড়দ্রব্য প্রত্যক্ষগোচর অর্থাৎ জ্ঞাত গুণ সমূহের কল্পিত, কিন্তু অজ্ঞাত, আধার। লকের বস্তুবাদে তাই দুটো বিষয়ে স্বীকৃতি আছে যথা-- (১) প্রত্যক্ষগোচর বস্তুধর্ম এবং (২)অপ্রত্যক্ষগোচর অর্থাৎ অজ্ঞাত জড় দ্রব্য। জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব থাকলেও তাকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারিনা, তাই অস্তিত্বকে জানি প্রত্যক্ষগোচর বস্তু ধর্মের ধারণা বা প্রতিরূপ এর মাধ্যমে অর্থাৎ মন সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করে তা হল "ধারনা" "জড়বস্তু" নয় ধারণা বা প্রতি রূপের কারণস্বরূপ বাচ্চা থাকলেও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে-ধারণার আড়াল উন্মোচন করে আমরা জড় বস্তুকে জানতে পারিনা। জ্ঞানের সত্যা সত্য নির্ণয় প্রসঙ্গে লকের অভিমত হল - **মনস্থ ধারণা বা প্রতিরূপের সঙ্গে বস্তু ধর্ম তথা বস্তুর মিল হলে আমাদের অজ্ঞান সত্য হয়, মিল না হলে বস্তু জ্ঞান মিথ্যা হয়।**

তথ্যসূত্র

আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতিরূপী বস্তুবাদ সম্বন্ধে যে Pratical খাতাটি তৈরি করেছি তার নিম্নস্ব গ্রন্থ ও ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ্রন্থ সমূহ :- ভট্টাচার্য, ডঃ সমরেন্দ্র, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (অসরপ্রাপ্ত শিক্ষক) MA (দর্শন ও মনোবিদ্যা) PHD (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) রীদার ও বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, 35 কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা – 700 073

রাসপতি মন্ডল :- অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বিভাগীয় প্রধান (দর্শন বিভাগ), বঙ্গভাসী কলেজ, "কলকাতা ক্যান্টের প্রতিরোধ বস্তুবাদ" - নব মূল্যায়ন গ্রন্থের প্রবক্তা

15, শ্যামাচরণ স্টেট কলকাতা 700 073 প্রকাশনায় সাঁতরা পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড

* ইন্টারনেট সাইট *

https://www.booksyndicate.in

https://www.santrapub.com

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

Affiliated to Bankura University

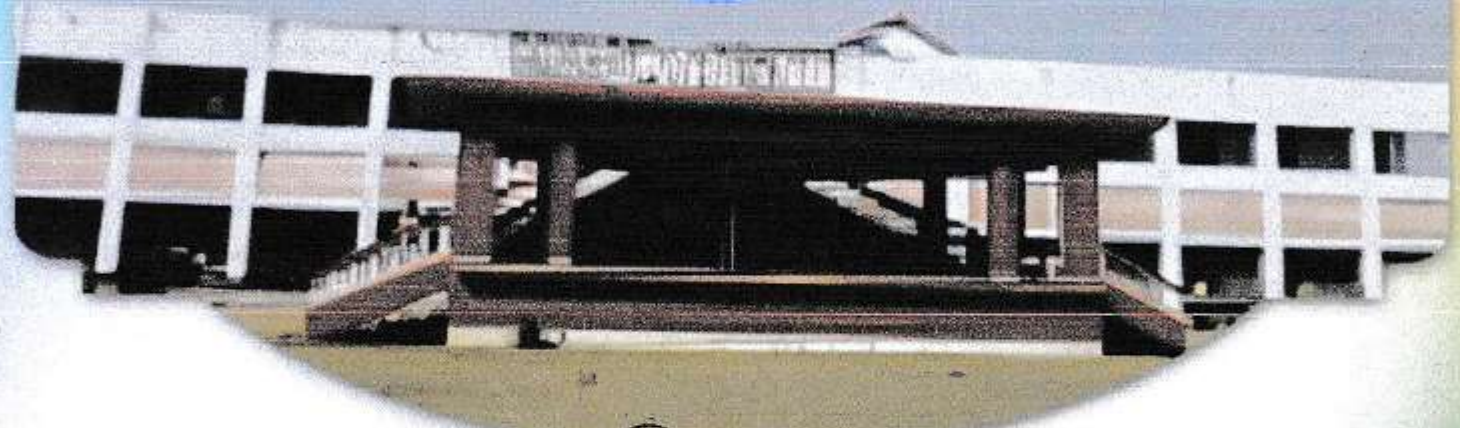

SEM- IV

PHILOSOPHY

Course Title:- Applied Ethics

Topic:- Feminism

SESSION: 2022-23

Submitted By

Ishita Mukherjee
Tapas Bauri
Nayana Mandal
Manoj Maji
Gargi Mukherjee

01.06.2023

Submitted To

Prof. Mousumi Mandal

★কৃতজ্ঞতা স্বীকার★

আমাদের প্রোজেক্ট গাইড প্রিয় শিক্ষিকা মৌসুমী মন্ডল মহাশয়াকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই এবং হার্দিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তিনি এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে সাহায্য করেছেন। প্রোজেক্টর ধারণা তৈরি, প্রোজেক্ট তৈরি, তথ্যসংগ্রহ, বিভিন্ন চিত্রসহ, বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং একটি প্রোজেক্ট তৈরি করে আমারা প্রোজেক্টটি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠী ও কর্মীদের যারা প্রকল্পটির উপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

তারিখ: 24/5/2023

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

Ishita Mukherjee (11902100115)
Nayana Mondal (11902100360)
Manoj Maji (11902101265)
Tapas Bauri (11902100467)
Gangi Mukherjee (11902100086)

-: সূচিপত্র :-

বিষয়	পৃষ্ঠা নাম্বার
ভূমিকা :-	01
নারীবাদ এর উৎস ও ধারা :-	02 – 04
নারীবাদ এর বিভিন্ন প্রকার :-	05 – 10
পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান :-	11 – 12
কর্মক্ষেত্রে নারী :-	13
PHOTO TEAM WORK :-	14
মন্তব্য :-	15
তথ্যসূত্র :-	16

ভূমিকা

বর্তমান দিনে নারীবাদ তথা নারীবাদী আন্দোলন নিয়ে সচেতনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা, লেখালেখিও যথেষ্ট হচ্ছে। কিন্তু 'নারীবাদ' বলতে ঠিক কী বোঝায় এ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো এখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে, নারীবাদ হল এমন একটি শক্তি যা নারীজাতিকে একটি আত্মিসচেতন সামাজিক শ্রেণীতে পরিনত করেছে (' Feminism is the force which has transformed womem into self comscious social category " - Bandana chattorji , women & politics in India), বাসবী চক্রবর্তী মতে " নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারী মুক্তির জন্য কিংবা নারীর সমনাধীকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ত্ব এবং একই সঙ্গে তার প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, সেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে " অপর এক নারীবাদী লেখিকা রাজশ্রী বসুর মতে, নারীবাদ হল তত্ত্ব ও বাস্তবের সংমিশ্রণ গড়ে ওঠা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর নিম্নতর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে এবং 'নারী' হওয়ার কারনেই একজন মহিলা সমাজে যে অসাম্যের শিকার হয়, তার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। শ্রীমতি বসু আরও বলেন, নারীবাদীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা, মূল্যবোধ, অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেন যাতে নারীর লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যের অবসান ঘটে, সমাজকে বোঝা, সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থানগত বৈষম্যেকে বোঝা লিঙ্গ ভিত্তিক ক্ষমতার অসম বন্টন ও বিনাশকে অনুমোদন করা এবং কিভাবে এর সমাধান সূত্র খুঁজে বার করা যায় এই সমস্ত কিছু নিয়েই নারীবাদ চর্চা করে।

-: নারীবাদরে উৎস ও ধারা :-

নারী কি মানুষ ? প্রশ্নটি ভীষণ বালখিল্য ধরনের হলেও উত্তরটি কিন্তু নিতান্ত সহজ নয়। হুমায়ূন আজাদ তাঁর " নারী " বইটি শুরুই করেছেন বোভোয়ার বিখ্যাত সেই উক্তি – " কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে " দিয়ে। কারণ আমাদের সমাজে এখনো নারী যতোটা না মানুষ, তারচেয়ে অনেক বেশি " ধারণা ", আর তাই নারী শব্দটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে নারীবাদ তত্ত্ব।

নারী এমন কী " জিনিস " যে তা নিয়ে আবার তত্ত্ব থাকতে হবে ? নারী রানবে - বাড়বে, সন্তান জন্ম দেবে, ঘর গুছাবে, সেবা করবে, নরম - কোমল ফুল হয়ে রইবে, এইতো নারীর জীবন। সময়ের সাথে একটু আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে এখন নারী চাকরি করবে। আর কী চাই নারীর ? সব অধিকারই তো " দেয়া " হচ্ছে। এর মাঝে এসব শক্ত খটোমটো কথা বার্তার দরকার কী ? এই কথাটি আমার নয়, আমাদের চারপাশে পুরুষতন্ত্রের বেড়াজালে আটকে থাকা প্রতিটি মানুষের।

নারীবাদ আসলে কী ? পুরুষ বিদ্বেষ ? নাকি নারীর বখে যাওয়া ? এরকম নানা তত্ত্ব প্রচলিত আছে বিশ্বজুড়ে। অথচ নারীবাদের অর্থ কিন্তু অতো কঠিনও নয়। নারীবাদ এমন একটি তত্ত্ব যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত সমস্ত লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে। অর্থাৎ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যতো ধরনের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনই নারীবাদ।

নারীবাদ আন্দোলন এবং তত্ত্ব একদিনে শুরু হয়নি। ধাপে ধাপে এই আন্দোলন এগিয়েছে। নারীর এক সময় পড়ালেখার অধিকার ছিল না, ছিল না ভোট দেবার অধিকার। সময়ের সাথে সাথে নারী একটু একটু করে এগিয়েছে, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। সেই সচেতন হবার প্রক্রিয়া এখনো চলমান। ক্রমে নারীবাদ একেকটি ঢেউ পেরিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছে।

এখন পর্যন্ত মূলত নারীবাদ আন্দোলনে চারটি তরঙ্গ রয়েছে। আজ এই লেখায় আমরা নারীবাদ শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যে যে চারটি তরঙ্গের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রান্তিক নারীটির কাছে পৌঁছেছে, সেই গল্পই খুব সংক্ষেপে জানবো।

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ :- নারীবাদ আন্দোলনের প্রথম ঢেউ আসে উনিশ শতকের শেষের দিকে। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল নারীর ভোটের অধিকার। নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম ঢেউয়ে যদিও সুসান ব্রাউনমিলার ও এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টনের নামই প্রথমে আসে তবে ইডা বি ওয়েলস, এলেন ওয়াটকিন্স হার্পার এবং সোজার্নার ট্রুথসহ আরো অনেকেরই এ আন্দোলনে মূখ্য ভূমিকা রয়েছে।

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গে আন্দোলন আসলে দু'রকম ছিল। এখানে শ্বেতাঙ্গ নারীরা লড়াই করছিলেন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সমান অধিকার পাবার লক্ষ্যে। ভোটের পাশাপাশি শিক্ষা, পেশা, অর্থনীতি থেকে শুরু করে গর্ভপাতের অধিকার পর্যন্ত এ আন্দোলনের মুখ্য দাবি ছিল। অন্য দিকে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের লড়াই ছিলো বর্ণ বৈষম্য ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

তাই বলা যায়, নারীর ভোটাধিকারের পাশাপাশি নারী প্রতি বর্ণ বৈষম্য দূর করাও এ আন্দোলনের একটি দাবি ছিল।

<u>নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ</u> :- নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের স্থায়িত্বকাল ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত। এ পর্যায়ে আন্দোলনের মূল দাবি ছিলো নারীর বেতন সমতা, যৌনতার অধিকার, প্রজনন অধিকার, বৈবাহিক ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলা। নারীবাদ আন্দোলনের প্রথম ঢেউয়ে যেমন অনেক দাবিই আইন প্রণয়ন এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হয়েছিল, দ্বিতীয় তরঙ্গের বেলাতেও অনেকটাই তাই। লৈঙ্গিক বৈষম্যের পাশাপাশি নারীর প্রতি জাতিগত ও বর্ণগত যে বৈষম্য ও বিভাজন ছিলো সে ব্যাপারেও আন্দোলন করা হয় এ পর্যায়ে। এর আগ পর্যন্ত নারী আন্দোলনে নারীর প্রতি শ্রেণি এবং জাতিগত বিভাজনকে গৌণ চোখে দেখা হতো। নারীবাদের প্রথম ঢেউয়ের পর শ্বেতাঙ্গ নারী ও পুরুষের মাঝের বৈষম্য কিছুটা কমলেও শ্বেতাঙ্গ নারী ও কৃষ্ণাঙ্গ নারীতে বিভেদ রয়েই গিয়েছিল। শুধুমাত্র গায়ের রঙয়ের বৈষম্যের কারণে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা এমন অনেক সুবিধা বঞ্চিত ! Page নারীরা উপভোগ করতেন।

<u>নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ</u> :-১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে। নারীকে নতুন আঙ্গিকে দেখা, নারীর ভিন্নতাকে মেনে নেয়া, চ্যালেঞ্জ করাই এই পর্যায়ে নারীবাদ আন্দোলনের ঢেউয়ের মূল বক্তব্য ছিলো। উত্তর আধুনিক আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা নতুন করে নারীত্ব, সৌন্দর্য, যৌনতা, পুরুষত্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করেন। জাতি - ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে নারীকে নতুন রূপে দেখা শুরু হয় এ সময়ে। এ সময়ের নারীবাদীরা পুরোনো অনেক স্টেরিওটাইপ নারীবাদী তত্ত্বকেও প্রত্যাখ্যান করেন। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ থেকে তৃতীয় তরঙ্গের মূল পার্থক্য হলো এ সময়ে ইন্টারসেকশানল ফেমিনিজম বা আন্তঃবিভাজন নারীবাদ তত্ত্বের বিকাশ শুরু হয়। ইন্টারসেকশনালিটি শব্দটি আইনজীবী কিম্বার্লে ক্রেনশ চালু করেছিলেন নারীর অধিকার কীভাবে বর্ণ ধর্ম ও জাতিগত পার্থক্যের কারণে বিভাজিত হয় তা ব্যাখ্যা করে।

<u>নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ</u> :- নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে ২০১২ সালে । ধরে নিতে পারি নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ এখনো চলমান । সে কারণে এটাকে একদম টু দ্য পয়েন্ট সংজ্ঞায়িত করা একটু কঠিন । এক কথায় বলতে গেলে নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গের মূল হলো নারীর ক্ষমতায়ন। এ পর্যায়ে রয়েছে নানামুখী আন্দোলন যেমন " মি টু " আন্দোলন । আগের প্রচলিত ধরা বাঁধা নিয়ম নীতি ভেঙে আবার নতুন নিয়মের

কথা বলা হচ্ছে এ পর্যায়ে । যে কোনো অপমান , অন্যায় , অবিচারের বিরুদ্ধে নারীকে নিজের কথা নিজেকে প্রতিবাদের সুরে বলতে আহ্বান জানানো হচ্ছে । পুরুষের আধিপত্য ভেঙে লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ তৈরির যে স্বপ্ন নারীবাদীরা দেখেন , চতুর্থ ঢেউয়ে সে স্বপ্নই নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে । আর এই তরঙ্গের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো অনলাইনে নারীবাদী আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয়া , নারীবাদীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ , সমর্থন , সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন । বিশেষত জাতি - ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে বডিশেমিং থেকে শুরু করে যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদের উপর জোর দেয়াই নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে । এছাড়া বিভিন্ন ধরনের স্টেরিওটাইপ বিহেভিয়ার থেকেও মেয়েরা এখন বেরিয়ে আসছে । একটা সময়ে নিজের মানসিক অনুভূতির কথা মেয়েরা প্রকাশ করতো না । ভালোবাসার প্রস্তাব যেন ছেলেদের কাছ থেকেই আসতে হবে , মেয়েরা শুধুমাত্র সাড়া দেয়ার জন্য ছিল । কিন্তু এখন এই ধারণা থেকে মেয়েরা বেরিয়ে আসছে । নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করছে । এরকম আরো বিভিন্ন স্টেরিওটাইপ ভেঙে ফেলা হচ্ছে । এছাড়া অনলাইনে বিভিন্ন রকম হয়রানির বিরুদ্ধেও মেয়েরা মুখ খুলছে । মোট কথা , চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনে নারী নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছে । সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আন্তঃবিভাজন পরিলক্ষিত । যেমন শ্বেতাঙ্গ নারীরা এখন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করলেও প্রান্তিক নারীরা কিন্তু এক[illegible] সমান অধিকার ভোগ করছেন না । নারীবাদের বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের তর্ক - বিতর্ক রয়েছে । কিন্তু সকল তর্ক - বিতর্কের ঊর্ধ্বে নারীবাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে যখন শুধু নারীর প্রতি অন্যায় নয় বরং সামাজিক সব ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটবে ।

-: নারীবাদের বিভিন্ন প্রকার :-

উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ্বব্যাপী যে নারীবাদী আন্দোলনগুলি শুরু হয়েছে, দাবি এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সেগুলি ছিল একে অপরের থেকে আলাদা। ওইসব আন্দোলনকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে ৬.৪ আলোচনা করা হল:

(১) **উদারনৈতিক নারীবাদঃ-** উদারনৈতিক নারীবাদ বলতে সেই তত্ত্ব ও আন্দোলনকে বোঝায় যার ভিত্তি হল ধ্রুপদি উদারনৈতিক দর্শন। এটি হল নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের। আঠারো এবং উনিশ শতকের ইউরোপে যখন ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় তখন থেকেই এই নারীবাদের উদ্ভব। ধ্রুপদি উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই পর্বের আন্দোলনকারীরা নারী - পুরুষের সমানাধিকার দাবি করতেন। তাঁদের উত্থাপিত দাবির মধ্যে ছিল নারীর ভোটাধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, আইনি অধিকার।

(The Vindication of the Rights of Women (1792) গ্রন্থের রচয়িতা মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট (Mary Wollstonecraft) - কে কেউ কেউ উদারনৈতিক নারীবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তাঁর সময়ে মহিলাদের না - ছিল সম্পত্তির অধিকার, না - ছিল ভোটাধিকার। তিনিই প্রথম নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হন। তাঁর মতে, নারী যখন ব্যক্তি - পরিসরের (Private sphere) বাইরে গিয়ে শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং বাইরের কাজে যোগ দেবে, তখনই কেবল নারী সমাজে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠবে।

উদারনৈতিক নারীবাদের অপর একজন প্রবক্তা হলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি একজন পুরুষ হয়েও নারীদের অসম সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং পুরুষের সমান পূর্ণ আইনি তথা রাজনৈতিক অধিকার দাবি করেন। মিল - এর লেখা The Subjection of Women (১৮৬৯) গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে নারীদের অসম অবস্থানের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে এবং এর অবসানের দাবি করা হয়েছে।

উদারনৈতিক নারীবাদের প্রথম পর্বের প্রবক্তাগণ নারীবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁরা লিঙ্গবৈষম্যের অবসানে সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনের কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করতেন না। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেটি ফ্রায়ডান (১৯৬৩), র‍্যাডক্লিফ রিচার্ডস (১৯৮২) প্রমুখ বেশ কিছু নারীবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কল্যাণকর উদারনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এঁরা

লিঙ্গবৈষম্যের অবসানে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা পালনের ওপর জোর দেন। এঁদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল, পরিবারের মতো ব্যক্তি পরিসরকে ন্যায়বিচারের ওপর স্থাপন করতে, যাতে নারী - পুরুষ উভয়েই সমানভাবে দায়দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারে।

(২) **মার্কসীয় নারীবাদঃ-** মার্কসীয় নারীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি হল মার্কসবাদ। মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ধারার প্রবক্তাগণ (উইলসন, শেলটন এবং অ্যাগার, ফলব্রে প্রমুখ) এই মত পোষণ করেন যে, লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টি সামগ্রিক শোষণ ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। এঁদের মতে, সমাজে নারীদের অসম অবস্থানের উৎসমূলে যে কারণটি বিদ্যমান সেটি জৈবিক নয়, অর্থনৈতিক। এঁরা মার্কসের জার্মান ইডিওলজি এবং এঙ্গেলস্ - এর ওরিজিন অফ ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট গ্রন্থদুটির দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। উভয় গ্রন্থেই লিঙ্গবৈষম্যের সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এঙ্গেলসকে অনুসরণ করে এইসব সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা দেখান যে, প্রাক্ কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নারী - পুরুষের মধ্যে সামাজিক অবস্থানগত কোনো বৈষম্য ছিল না। যখন থেকে শ্রেণিবিভক্ত, শ্রম - বিভাজিত সমাজ ধীরে ধীরে মূল উৎপাদন থেকে একদল নারীকে সরিয়ে দিল শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনে, পালনে এবং গৃহশ্রমে, তখন থেকেই এই শ্রেণির নারীরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হল বহির্জগৎ থেকে, হয়ে পড়ল গৃহবন্দি ও পরাধীন (আধুনিক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এই বিভাজন চূড়ান্ত রূপ নিল যেখানে কর্ম ও গৃহকর্ম এবং কর্মক্ষেত্র ও গৃহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে গেল। শীলা রাওবাথাম (Shicla Rowbatham) প্রমুখ আধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, শুধুমাত্র আইন করে বা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে লিঙ্গবৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বর্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন (total change of the existing system)।

(৩) **সমাজতান্ত্রিক নারীবাদঃ-** সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মার্কসবাদের মূলসূত্রগুলিকে গ্রহণ করলেও লিঙ্গবৈষম্য বা পিতৃতন্ত্রকে তাঁরা কোনো শাশ্বত ব্যবস্থা বলে মনে করেন না। এঁদের মতে, পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটলেই পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটবে এমন ভাবা ঠিক নয়। জিলা আইজেনস্টইন (Z.Eisenstein) তাঁর Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism (1979) নামক গ্রন্থে বলেছেন, নারী শোষণের কেন্দ্রীয় উপাদান হল দুটি — একটি পুরুষের আধিপত্য এবং অপরটি

পুঁজিবাদ । পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী দুদিক থেকে শোষিত হয় – একদিকে শোষিত জনগণের অংশ হিসাবে এবং অন্যদিকে পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা । তাঁর মতে, পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ শুধু যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ তা নয়, এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান থাকে । তাই পুঁজিবাদী কাঠামোর বদল ঘটলেও পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটি বদলায় না, তাই লিঙ্গবৈষম্য অব্যাহত থাকে ।

এ অপর এক সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী হেইডি হার্টম্যান (Heidi Hartmann) তাঁর " The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism " (1997) শীর্ষক প্রবন্ধে অনুরূপভাবে বলেন, নারীর ওপর শোষণ ও নির্যাতনের উৎস হল দুটি– (১) বস্তুগত কাঠামো (অর্থনৈতিক) এবং (২) পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো (উপরিকাঠামো) । পিতৃতন্ত্র হল এমন একটি ব্যবস্থা যা মালিক শ্রমিক নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণির পুরুষকে একই দলভুক্ত করতে এবং নারীর শ্রম ও যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় । সুতরাং নারীবাদী সংগঠনগুলিকে এমনসব কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে একই সঙ্গে পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটে ।

(৪) <u>র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (Radical Feminism) :-</u> র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের ধারণা যৌন পীড়ন এবং নারী নির্যাতনের মাধ্যমে প্রকাশিত পুরুষের আধিপত্যের মূলে আছে জৈবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ । এঁরা উদারনৈতিক নারীবাদীদের মতো পিতৃতন্ত্রকে স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলে মনে করেন না ; আবার মার্কসবাদীদের মতো অর্থনৈতিক শ্রেণিভিত্তিক দ্বন্দ্বকে সমাজের মূল দ্বন্দ্ব বলে মনে করেন না । এঁদের বিশ্বাস সমাজের মূল দ্বন্দ্বটি হল লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্ব । বৈপ্লবিক নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা জেফারি (Sheila Jeffery) - র মতে, প্রজনন সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত লিঙ্গগত শ্রেণিবিভাগই পুরুষের আধিপত্যের কাছে নারীর বশ্যতার জন্য দায়ী । অপর এক নারীবাদী তাত্ত্বিক সুসান ব্রাউনমিলার (Susan Brownmiller) তাঁর " Against Our Will Men, Women and Rape " (1976) নামক গ্রন্থে বলেছেন, পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করতে সক্ষম বলেই নারী পুরুষের বশীভূত । ধর্ষণ ক্ষমতার বলেই পুরুষ নারীকে ভীত - সন্ত্রস্ত করে রেখে নিয়ন্ত্রণ করে ।

১৯৭০ - এর দশকে ইউরোপ ও আমেরিকায় র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের প্রসার ঘটলেও এর সূত্রপাত ঘটে ১৯৪৯ সালে ফরাসি নারীবাদী সিমোন দ্য বোভয়া (Simone de Beauvoir) - র লেখা The Second Sex নামক গ্রন্থটির হাত ধরে । বোভয়া নারীকে

চিহ্নিত করলেন সমাজে 'অপর' বা 'other' হিসাবে। নারীর এই 'অপর' বা 'other' ভূমিকা নির্দিষ্ট হয় তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য, সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালনের কারণে। এই 'অপরত্ব' বা 'otherness' নারীর স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বোভয়ার ভাষায়, "ইতিহাস আমাদের দেখায় যে, পুরুষ সবসময় নিজের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে; পিতৃতন্ত্রের সূচনা থেকেই তারা নারীকে পরাধীন করে রেখেছে; নারীর স্বার্থবিরোধী আইনকানুন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এইভাবে নারীকে 'অপর' (other) - এ পরিণত করা হয়েছে।" পরবর্তীকালে ইভা ফিগস্, জারমেইন প্রিয়ার, কেট মিলেট প্রমুখ নারীবাদীরা বোভয়ার চিন্তাভাবনাকে আরও প্রসারিত করেন। এঁদের মতে, আমাদের সর্বস্তরে (ধর্মে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায়) পিতৃতান্ত্রিকতা পরিব্যাপ্ত, যা নারীকে ক্ষমতাহীন ও মর্যাদাহীন করেছে। কেট মিলেট তাঁর Sexual Politics (1969) গ্রন্থে বলেছেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। তিনি রাজনীতির চিরাচরিত সংজ্ঞাকে খারিজ করে বলেন, 'Personal is Political' অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিসরও রাজনীতির অঙ্গ।

(৫) <u>পরিবেশ সচেতন নারীবাদ (Eco feminism) :-</u> ১৯৭০ - র দশক থেকে 'পরিবেশ সচেতন নারীবাদ' (Eco feminism) নামক একটি নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে পশ্চিমের দেশগুলিতে। পরবর্তী দশকে অর্থাৎ ৮০ - র দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই পরিবেশ সচেতনতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে এই পরিবেশ সচেতন নারীবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন বিশিষ্ট পরিবেশ তাত্ত্বিক বন্দনা শিবা) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত পরিবেশ আন্দোলনের প্রভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব (এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফ্রাঙ্কোইসড্ ইউবোন (Francoised Eubonne)। তিনি নারী ও প্রকৃতির মধ্যে (between women and nature) একটা সম্পর্ক খুঁজে পান। তাঁর মতে, এরা উভয়েই অপরের আধিপত্যের (domination) শিকার। নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে, আর প্রকৃতিকে মানুষের অধীনে থাকতে হয় এবং শোষিত ও নির্যাতিত হতে হয়। অপর এক পরিবেশ সচেতন নারীবাদী ওয়ারেন (Karen J. Warren) একইভাবে মন্তব্য করেন যে, নারী ও প্রকৃতি উভয়কেই যথাক্রমে পুরুষ ও মানুষের প্রভাবাধীনে থাকতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, কিছু মানুষ আছেন যাঁরা মনে করেন, একের ওপর

অন্যের আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টি একটি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গ। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল দাস প্রথার সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, কেউ জন্মায় শাসন করার জন্য, কেউ শাসিত হওয়ার জন্য। এটা প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আত্মা দেহকে শাসন করে, মানুষ পশুকে শাসন করে, আর পুরুষ নারীকে শাসন করে। ওয়ারেন এই ধরনের যুক্তিকে (' logic of domination) তীব্র বিরোধিতা করেন। বর্তমানে এই ' পরিবেশ - সচেতন নারীবাদ ' বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কারণ এতে পরিবেশ সমস্যা ও নারী সমস্যা উভয়েই স্থান পেয়েছে।

(৬) মানবতাবাদী নারীবাদ (Humanist Feminism) ঃ-

এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টিকে স্রেফ একটা আকস্মিক ব্যাপার হিসাবে (" as accidental to humanity ') দেখেন। তাঁরা মনে করেন, পুরুষদের চেয়ে নারীদের কোনো বাড়তি সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সুযোগ দিতে হলে নারী - পুরুষকে সমান সুযোগ দেওয়াই উচিত। অন্যভাবে বললে, এঁরা নারীদের প্রতি বিশেষাধিকার দানের বিরোধী ম্যারি ম্যাকইনটোস (Mary McIntosh), মার্গারেট স্টেসি (Margaret Stacey), ম্যারিওঁ প্রাইস (Marion Price), রুথ লিস্টার (Ruth Lister) প্রমুখ মানবতাবাদী নারীবাদীদের বক্তব্য হল এই যে, তথাকথিত ' সর্বজনীন অধিকার ' এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী - পুরুষের অধিকার সমান হলেও (যদিও কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী প্রভৃতি রাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার এখনও অস্বীকৃত), পৌর ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য এখনও রয়েই গেছে। কথা বলার অধিকার, চিন্তার অধিকার, বিশ্বাসের অধিকার প্রভৃতি পৌর অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে নারী - পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও, পরিবারের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে (within the private sphere of the family) এখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বেকারভাতা, পেনসন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক অধিকারগুলিও পক্ষপাতদুষ্ট। তাছাড়া, এঁদের মতে, সাধারণভাবে সামাজিক অধিকারগুলি নির্মাণ করা হয় পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। উদাহরণস্বরূপ নিরাপত্তার অধিকার, গর্ভনিরোধের অধিকার, গর্ভপাতের অধিকার এই অধিকারগুলির প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনার মধ্যেই আনা হয় না। মানবতাবাদী নারীবাদীদের বিশ্বাস, পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে নারী - পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্গ - বৈষম্য অনেকাংশে দূরীভূত হবে।

(৭) <u>বিনির্মাণবাদী নারীবাদ (Deconstructionist Feminism)ঃ-</u> অপর একদল নারীবাদী আছেন যাঁদের বলা হয় বিনির্মাণবাদী নারীবাদী (Deconstructionist Feminists) । এঁদের মধ্যে আছেন ক্যারল বাক্কী (Carol Bacchi) , মারথা মিনো (Martha Minow) প্রমুখ নারীবাদীগণ । এঁরাও নারীদের জন্য বিশেষাধিকার দানের বিরোধী , কারণ এঁদের মতে , এই বিশেষাধিকার নারী ও পুরুষকে পৃথক সত্তা বিশিষ্ট গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রাখবে । তাই তাঁরা চান সমান পরিস্থিতিতে সমান অধিকার (' same right within same situation) । উল্টোভাবে বললে , বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ অধিকার চলতে পারে । এইভাবে দেখলে সমানাধিকার এবং বিশেষাধিকারের মধ্যেকার পার্থক্যটি অন্তর্হিত হবে) মারথা মিনো তাঁর ' Making All the Differences ' (1990) গ্রন্থে সমানাধিকার ও বিশেষ অধিকারের মধ্যে বিভাজন - এর ব্যাপারে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন । তিনি বলেছেন , সমান অধিকার ও বিশেষ অধিকার এদুটির মধ্যে যে - কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে এমন কোনো মানে নেই । বরং যে পরিস্থিতিতে যে অধিকার সবচেয়ে উপযোগী সেটাই দেওয়া দরকার ।

<u>উপসংহারঃ</u> উপসংহারঃ উপরিউক্ত ধারাগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকতে পারে , তবে নারীদের অসম অবস্থানের বিষয়টি যে অনৈতিক , সেবিষয়ে সকলে একমত । একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে , এই নারীবাদ সমাজে প্রচলিত লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টি সম্পর্কে গণচেতনা জাগাতে সক্ষম হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা একটা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় । সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৭৫ সালটিকে " আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ (International Women's Year) এবং ১৯৭৬-৮৬ - কে নারী - দশক হিসাবে ঘোষণা করে । ১৯৮০ এবং ১৯৯০ - এর দশকে নারীদে... Page ... অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং নারীবাদী আন্দোলন ক্রমশ শক্তি অর্জন করতে থাকে । প্রথমদিকে এই আন্দোলন মূলত পশ্চিমি দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে অনুন্নত দেশের মেয়েরাও পথে নেমেছে । আন্দোলনের সাথে চলছে আত্মানুসন্ধান ।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান:-

আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে আমাদের বঙ্গীয় নারীদের অবস্থা কেমন ছিল ? ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক রক্ষণশীলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বঙ্গীয় নারীদের জীবনগাথার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় কৈলাসবাসিনী দেবীর ' হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা ' এবং রাসসুন্দরী দেবীর ' আমার জীবন ' এই দুটি গ্রন্থে । রাসসুন্দরী দেবী তার আত্মস্মৃতি গ্রন্থ ' আমার জীবন ' এ লিখেছেন , ' সেকালে মেয়েছেলেদিগের স্বাধীনতা মোটেই ছিল না ... সম্পূর্নরূপে পরাধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইত । ' এখন সময় অনেক বদলে গেছে । চিন্তায় , মননে , শিক্ষায় , পোশাকে , সামাজিকতায় , রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এবং ধর্মেও আমাদের বাঙালি নারীরা এখন অনেক দূর পথ হেঁটে এসেছেন । তার পরও এখনো যেন সেই রাসসুন্দরী দেবীর কথাই নতুন করে শুনতে পাই । প্রশ্ন থেকে যায় , রাসসুন্দরী দেবী অথবা কৈলাসবাসিনী দেবীদের যুগ থেকে বের হয়ে এই একবিংশ শতাব্দীর যুগে এসে আমাদের নারীরা সত্যিই কি পুরুষের থাবা থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত হতে পেরেছেন ? নারী কি এই যুগেও পুরুষনির্মিত সমাজ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে ? স্বাধীন হতে পেরেছে ?

কথা হলো , পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক জগতে নারীর স্থান কোথায় ? পুরুষশাসিত এই সমাজে একটি শিশু জৈবিকভাবে তার জন্মলগ্নের শুরু থেকেই লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে । জন্মের পরপরই লিঙ্গভেদে এ শিশুটির বেড়ে ওঠার প্রতিটি পদচিহ্নে চাপিয়ে দেওয়া হয় সমাজের নানা রকম আইনকানুন আর তার হাতে - পায়ে সুকৌশলে পরিয়ে দেওয়া হয় লিঙ্গবৈষম্যের কঠিন শেকল । প্রকৃতির সঙ্গে ধীরে পরিয়ে দেওয়া হয় লিঙ্গবৈষম্যের কঠিন শেকল । প্রকৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা এ শিশুটি একদিন বড় হয়ে হঠাৎ করে কঠিন যে সত্যটি আবিষ্কার করতে পারে , সেটি হলো সে একজন নারী । কারণ নারী হয়ে জন্ম হওয়ার কারণেই তার চালচলনে , আচরণে , হাসি - ঠাট্টায় , চিন্তায় - মননে সর্বক্ষণ পুরুষের দেওয়া কঠিন নিয়মকানুনের শেকলে তাকে চলতে হয়েছে । ইচ্ছে করলেই সে পুরুষের মতো আঙিনার বাইরে যেতে পারবে না , গলা ছেড়ে পুরুষের মতো কথা বলতে পারবে না , পুরুষের মতো জেদি হতে পারবে না । তার পোশাক ভিন্ন , খেলনা ভিন্ন , ঘুমানোর জায়গাও ভিন্ন । হ্যাঁ , এ ভিন্নতার জন্য দায়ী তার লিঙ্গ । কারণ সে নারী । শিশুটি যখন নারী হয়ে ওঠে , তখন সে আর পুরুষের মতো চলাফেরা করতে পারবে না , ঘরের ভেতরেই যতটা সম্ভব তার স্থান নির্ধারিত হয়ে যায় । সন্তান উৎপাদন এবং লালন - পালন , স্বামীর জন্য সেজেগুজে অপেক্ষায় থাকা , ঘরকন্যা - রান্নাবাটি সব উপকরণই নারী - অঙ্গের সঙ্গে অবশ্যকরণীয় করে জুড়ে দেওয়া হয় । লেখক সিমোন দ্য বোভোয়ার নারীদের প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের এই অসংগতিটি লক্ষ করেছিলেন সেই ছেলেবেলা থেকেই । তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ ' লা

দ্যাজিয়েম সেক্স ' (দ্য সেকেন্ড সেক্স) লিখে গোটা বিশ্বে নারীবাদী আন্দোলনের ঝড় তোলেন । সে কারণেই হয়তো সিমন তার গ্রন্থে লিখেছিলেন, ' নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, বরং কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠেন ।

' যেকোনো উপায়ে নারীকে পণ্য করা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি খুব সাধারণ মনোবৃত্তি । ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের কার 2/3 র বিপ্লব হয়েছিল বটে কিন্তু এই বিপ্লব সাধন করতে গিয়ে নারীদেরকেও পণ্যতুল্য করা হয়েছিল । সেই ইতিহাস আমাদের সবারই জানা । তবে বর্তমান এই সভ্য যুগেও নারী মানেই ' অবলা ' বা নারী মানেই ' দুর্বল ' N এই কথাগুলো পুরুষেরা মুখে মুখে না বললেও তারা তাদের চিন্তায়, আচরণে ও বিশ্বাসে খুব দৃঢ়ভাবেই সেই প্রবৃত্তির প্রতিফলন ঘটান । প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই নারী নির্যাতনের নানা রকম খবর আমাদের চোখে পড়ে । এই শিক্ষিত সমাজে নারীরা হরহামেশাই নানাভাবে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন । পত্রিকার পাতা খুললে দেখতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠানো আমাদের নারী শ্রমিকেরা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে, সম্ভ্রম হারিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন । কই, এর জন্য পুরুষমহলে কোথাও তো কোনো ক্রন্দন চোখে পড়ে না ? বরং একজন নারী যদি ধর্ষণের শিকার হন, পরবর্তী সময়ে তিনি পুলিশের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময়, কোর্টে বিচারকের সামনে, ডাক্তারের কাছে আরো চৌদ্দবার ধর্ষিত হোন । তারপর এ নিয়ে পত্র - পত্রিকায় মুখরোচক খবর প্রকাশিত হয়, ট্রল হয়, শ্রমিকেরা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে, সম্ভ্রম হারিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন । কই, এর জন্য পুরুষমহলে কোথাও তো কোনো ক্রন্দন চোখে পড়ে না ? বরং একজন নারী যদি ধর্ষণের শিকার হন , পরবর্তী সময়ে তিনি পুলিশের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময়, কোর্টে বিচারকের সামনে, ডাক্তারের কাছে আরো চৌদ্দবার ধর্ষিত হোন । তারপর এ নিয়ে পত্র - পত্রিকায় মুখরোচক খবর প্রকাশিত হয়, ট্রল হয়, ফেসবুকে নানা কিচ্ছা - কাহিনিরও জন্ম হয় । তারপর সেই নারীটি ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতায় বন্দী হয়ে পড়েন । তার নাম আর কেউ মনে রাখে না । এই তো আমাদের নারীদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা !

-:কর্মক্ষেত্রে নারী:-

কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ :-

প্রচলিত ধারণাকে নস্যাত্ করে , ভারতের বিপুলসংখ্যক নারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে । জাতীয় তথ্য সংগ্রহের সংস্থাগুলি স্বীকার করে যে নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অবদান সম্পর্কে পরিসংখ্যানগুলি ভীষণরকম কমিয়ে বলে । যদিও , উপার্জনশীল কর্মীবাহিনীতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা এখনো কম । দেশের শহরাঞ্চলে বহু সংখ্যক নারী কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন । উদাহরণস্বরূপ , তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ৩০ % কর্মচারী মহিলা । গ্রামীণ ভারতে কৃষি এবং কৃষিসংক্রান্ত শিল্প খাতে শ্রমিকদের ৮৯.৫ % নারী । সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে , মোট শ্রমিকের মোটামুটি শতকরা ৫৫ % থেকে ৬৬ % নারী । ১৯৯১ সালের বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী , ভারতে দুগ্ধোত্পাদন শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ৯৪ % নারী । অরণ্যভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ৫১ % মহিলা । শ্রী মহিলা গৃহ উদ্যোগ লিজ্জত পাঁপড় মহিলা ব্যবসায়ীদের সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ২০০৬ সালে বায়োকন - এর প্রতিষ্ঠাতা কিরণ মজুমদার - শাহ ভারতের সবচেয়ে ধনী নারী নির্বাচিত হন । বায়োকন ভারতের প্রাচীনতম জৈবপ্রযুক্তির কোম্পানিগুনির একটি । ভারতীয় ব্যবসায়ী ললিতা ডি গুপ্তে এবং কল্পনা মোরপাড়িয়া ২০০৬ সালে ফোর্বস নির্দেশিত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নারীদের (Forbes World's Most Powerful Women) তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন । ললিতাদেবী অক্টোবরে ২০০৬ পর্যন্ত ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক আইসিআইসিআই ব্যাংক পরিচালনা করেন এবং কল্পনাদেবী জেপি মরগান ইন্ডিয়ার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (C.E.O.) ছিলেন ।

Photo Gallery

মন্তব্য

- সব মানুষের জন্য একটি উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষাই নারীবাদী চেতনার মূল কথা। পাঠক, লক্ষ করুন, বলা হয়েছে 'সব মানুষ' – শুধু নারী নয়, শুধু পুরুষও নয়। সব মানুষের জন্য একটি উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে নিশ্চিত করতে হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমতা ও সুষম বণ্টন। বস্তুত নারীবাদী চেতনার ভিত্তি হলো মানবতা। এই চেতনার বাইরে যেসব কথাবার্তা — সবই নারীবাদের অপভ্রংশ। নারীবাদের উদ্দেশ্য হলো, এককথায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সমতা। তিনিই নারীবাদী যিনি বিশ্বাস করেন, শুধু লিঙ্গের কারণে নারী বৈষম্যের শিকার, নারী হওয়ার কারণে তাঁর ন্যায্য পাওনা সমাজ দিতে অস্বীকার করে এবং এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমাজের মধ্যে আমূল পরিবর্তন তথা বিপ্লব দরকার।

-: তথ্যসূত্র :-

- www.shomoyeralo.com
- https://www.granthagata.com
- নারী অধিকার ও আইন (সাদউল্লাহ)
- পুরুষতন্ত্র ও নারী (ফরিদা আখতার)

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

INTERNAL ASSESMENT

NAME : - BIKRAM KANJILAL

ROLL .NO : - 294

COURSE TITLE:- APPLIED ETHICE

TOPIC- FEMINISM

UID NO : - 21191206016

SEMESTER : - 4TH

MOBILE : - 7557896600

2022 - 2023

01.06.2023

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা এবং বিষয় শিক্ষিকা মাননীয়া মৌসুমী মন্ডলকে। কারণ উনার সহযোগিতায় এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সুসম্পন্ন হয়েছে তাছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করেছেন। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠী ও ভিক্ষা কর্মীদের যারা প্রকল্পটির উপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	ভূমিকা	1
২	নারীবাদের উৎস ও ধারণা	2
৩	নারীদের বিভিন্ন প্রকার	3 - 5
৪	পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান	6
৫	কর্মক্ষেত্রে নারী	7
৬	Photo Team Work	
৭	মন্তব্য	8
৮	তথ্যসূত্র	8

ভূমিকা

নারীবাদ শুধু একটি তত্ত্ব নয় এটি একটি আন্দোলন যার একটি রাজনৈতিক চরিত্র আছে, কারণ এই মতবাদ নারীর উপর দমন পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়ে নারীর অবস্থানের উন্নতি চায়।

একদিকে নারীবাদীরা নারীকে রীতিসিদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং অন্যদিকে তারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এর তাত্ত্বিক ভিত্তির তরুটি প্রদর্শন করে বলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংজ্ঞার বিস্তৃতি ঘটিয়ে পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউ এর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। যুগ যুগ ধরে নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাইরে রাখা হয়েছে, এমনকি দীর্ঘকাল ধরে নারীকে ভোট দান থেকে বিরত রাখা হয়েছে কারণ তাদের মতে নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন রাজনৈতিক গুণক এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। স্ত্রীর আইনি অবস্থান, শিশুর লালন পালনের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি, নারীর জন্য প্রস্তাবিত কল্যাণকর নীতি, গর্ভপাত সম্পর্কিত আইন ইত্যাদি দ্বারা নারীর জীবন বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে ও কর্মের দ্বারা সমাধান করা হয়।

নারীবাদের উৎস ও ধারণা

ভারতের নারীবাদ হলো ভারতের নারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার আন্দোলন। এই ধারণাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রেও এই আন্দোলনের অংশীদারেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এটি ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অন্যান্য দেশের নারীবাদী আন্দোলনের মতো ভারতীয় এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্যের মধ্যে আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অর্জন সমান পারিশ্রমিক কাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সমানাধিকার এবং রাজনীতিতেও সমানাধিকার।

ভারতীয় নারীবাদীরা ভারতের নির্দিষ্ট পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কিছু স্বতন্ত্র আন্দোলনেও পরিচালনা করেছেন, যেমন- সতীদাহ প্রথা রদ ও উত্তরাধিকার আইনের প্রতিষ্ঠা।

ভারতে নারীবাদ এর ইতিহাস কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভের পর সতীদাহ প্রথার বিরোধিতার মাধ্যমে সূত্রপাত হয় প্রথম পর্বের।

১৯১৫ থেকে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত স্থায়ী দ্বিতীয় পর্বে মহাত্মা গান্ধী ভারতছাড়ো আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে নারীবাদের সামিল করে নেন এবং দেশের নানা স্থানে স্বতন্ত্র নারী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। স্বাধীনতা উত্তর অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বে ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হয়েছে বিয়ের পর কর্মক্ষেত্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা।

ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের সাফল্য এখনো অবধি সীমিত। আধুনিক ভারতের আদিবাসী নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। ভারতের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীদের জমিতে অধিকার ও শিক্ষায় অধিকারের বিষয়গুলোতে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। গত দুই দশকে দেশে লিঙ্গ ভিত্তিক গর্ভপাতের প্রবণতা বেড়েছে বর্তমান ভারতে নারীবাদ এগুলোকে নির্মূল করতে চায়।

ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের সমালোচনাও হয়েছে। এই সমালোচনার মূল অভিযোগ হল এই আন্দোলন দেশের ইতিমধ্যেই বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত নারীদের মধ্যে বহু অংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে ও নিম্ন বর্ণের নারীদের অবহেলা করেছে এর ফলে সংগঠন ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে।

নারীদের বিভিন্ন প্রকার

উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ্বব্যাপী যে নারীবাদী আন্দোলন গুলি শুরু হয়েছে দাবি এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিক থেকে সেগুলি ছিল এক অপরের থেকে আলাদা। ওইসব আন্দোলনকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল –

(১) উদারনৈতিক নারীবাদ:- উদারনৈতিক নারীবাদ বলতে সেই তত্ত্ব ও আন্দোলনকে বোঝায় যার ভিত্তি হলো ধ্রুপদী উদারনৈতিক দর্শন। এটি হলো নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের ১৮ এবং ১৯ শতকের ইউরোপে যখন ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় তখন থেকেই এই নারীবাদের উদ্ভব। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই পর্বের আন্দোলনকারীরা নারী পুরুষের সমানাধিকার দাবি করতেন।

'The Vindication of the rights of women' (1972) গ্রন্থের রচয়িতা মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট কে কেউ কেউ উদারনৈতিক নারীবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

(২) মার্কসীয় নারীবাদ:- মার্কসীয় ও নারীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো মার্কসবাদ। মার্কসবাদ এর দ্বারা প্রভাবিত হয় এই ধারার প্রবক্তাগণ এই মত পোষণ করেন যে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি সামগ্রিক শোষণ ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। এরা মার্কসের জার্মান ইডিওলজি এবং এঞ্জেলস এর অরিজিন অফ ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপার্টি এন্ড দ্য স্টেট গ্রন্থ দুটির দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। উভয় গ্রন্থেই লিঙ্গ বৈষম্যের সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আধুনিক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এই বিভাজন চূড়ান্ত রূপ নিল যেখানে কর্ম ও গৃহকর্ম এবং কর্মক্ষেত্র ও গৃহ সম্পন্ন স্বতন্ত্র হয়ে গেল।

(৩) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ:- সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে গ্রহণ করলেও লিঙ্গবৈষম্য বা পিতৃতন্ত্রকে তারা কোন শাশ্বত ব্যবস্থা বলে মনে করেন না। এদের মতে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটলেই পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটবে এমন ভাবা ঠিক নয়। জিলা আইজেন স্টাইন তার 'Capitalist Patriarchy and the case for Socialist Feminism' (1979) নামক গ্রন্থে বলেছেন নারী শোষণের কেন্দ্রীয় উপাদান হলো দুটি- একটি পুরুষের আধিপত্য এবং অপরটি পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী দুদিক থেকে শোষিত হয়, একদিকে শোষিত জনগণের অংশ হিসাবে এবং অন্যদিকে পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবসার দ্বারা। তাঁর মতে, পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ শুধু যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ তা নয়, এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান থাকে। তাই পুঁজিবাদী কাঠামোর বদল ঘটলেও, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটি বদলায় না, তাই লিঙ্গবৈষম্য অব্যাহত থাকে।

(৪) র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ:- র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ এর ধারণা যৌন প্রেরণ এবং নারী নির্যাতনের মাধ্যমে প্রকাশিত পুরুষের আধিপত্যের মূলে আছে জৈবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ। এদের বিশ্বাস সমাজের মূল দ্বন্দ্বটি হল লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্ব। বৈপ্লবিক নারীবাদ এর অন্যতম প্রবক্তা জেফারি এর মতে প্রজনন সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত লিঙ্গগত শ্রেণীবিভাগ ওই পুরুষের আধিপত্যের কাছে নারীর বাশ্যতার জন্য দায়ী।

(৫) পরিবেশ সচেতন নারীবাদ:- ১৯৭০ এর দশক থেকে পরিবেশ সচেতন নারীবাদ অর্থাৎ ৮০ এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলিতে এই পরিবেশ সচেতনতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে এই পরিবেশ সচেতন নারীবাদ কে জনপ্রিয় করে তোলেন বিশিষ্ট পরিবেশ তাত্ত্বিক বন্দনা শিবা। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফ্রাঙ্কোইস্ট ইউবোন। তিনি নারী ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে পান।তার মতে এরা উভয় ই অপরের আধিপত্যের শিকার। নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থায় অধীনে আর প্রকৃতিকে মানুষের অধীনে থাকতে হয় এবং শোষিত নির্যাতিত হতে হয়।

(৬) মানবতাবাদী নারীবাদ:- এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তার লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টিকে স্রেফ একটা আকস্মিক ব্যাপার হিসাবে দেখেন। তারা মনে করেন পুরুষদের চেয়ে নারীদের কোন বাড়তি সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সুযোগ দিতে হলে নারী পুরুষকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। অন্যভাবে বললে এরা নারীদের প্রতি বিশেষ অধিকার দানের বিরোধী। মানবতাবাদী নারীবাদ এর বিশ্বাস, পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে নারী পুরুষদের মধ্যে প্রকৃত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্গ বৈষম্য অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

(৭) বিনির্মাণবাদী নারীবাদ:- অপর একদল নারীবাদী আছেন যাদের বলা হয় বিনির্মাণবাদী নারীবাদ। এদের মধ্যে আছেন ক্যরল বাক্কি, মারথা মিনো প্রমুখ নারীবাদগণ। এরাও নারীদের জন্য বিশেষধিকার দানের বিরোধী, কারণ এদের মতে এই বিশেষধিকার নারী ও পুরুষকে পৃথক সত্তা বিশিষ্ট গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রাখবে। তাই তারা চান সমান পরিস্থিতিতে সমান অধিকার। উল্টোভাবে বললে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ অধিকার চলতে পারে এইভাবে দেখলে সমানাধিকার এবং বিশেষঅধিকারের মধ্যকার পার্থক্য অন্তর্হিত হবে।

পরিশেষে বলা যায় উপরোক্ত ধারাগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকতে পারে তবে নারীবাদের অসম অবস্থানের বিষয়টি যে অনৈতিক সে বিষয়ে সকলে একমত। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই নারীবাদ সমাজে প্রচলিত লিঙ্গ পশ্চিমের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা জাগাতে সক্ষম হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাই একটা আন্দোলনের রূপান্তরিত হয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান

নারীবাদ বিংশ শতাব্দীতে উদ্‌ভূত একটি দর্শন যা সভ্যতায় মানুষ হিসেবে পুরুষের তুলনায় সবার্থে নারীর সমতা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। নারীবাদ সমাজে নারীর সমতা অর্জন বিশেষ করে পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের যৌক্তিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। নারীবাদ দাবি করে নারী পুরুষের তুলনায় একদিকে সক্ষম অন্যদিকে সামাজিক অবদানের দিক দিয়ে পুরুষ থেকে কম নয়।

জাতীয় মহিলা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র আয়োজিত ঢাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস সমাবেশ ৮ই মার্চ ২০০৫ বাংলাদেশ। নারীবাদ কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য সমাজে বিদ্যমান লৈঙ্গিক বৈষম্যের অবসান। নারীবাদ কর্মকাণ্ড সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রদত্ত বিভিন্ন মতবাদ ও আন্দোলনকে নির্দেশ করে। নির্বাচনী ভোটাধিকার, উত্তরাধিকারী সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বৈবাহিক জীবনে সমানঅধিকার, রাজনীতি ও ব্যবসায় সমান সুযোগ, সমান কাজে সমান বেতন, মাতৃত্ব অবসর ইত্যাদির নারীবাদী প্রবক্তাদের মৌলিক দাবি। ঐতিহাসিকভাবে নারীরা বঞ্চনার শিকার অতএব নারীবাদীরা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নারীবাদীরা নিজ দেহের উপর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যও কাজ করেন এবং ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ ও পারিবারিক নিগ্রহ থেকে নারী ও বালিকাদের রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী নারীবাদ হতে পারেন যে কোন লিঙ্গের বা শুধুমাত্র কোন নারী যিনি নারীবাদে বিশ্বাস করেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীবাদী আন্দোলন থেকে উদ্‌ভূত নারীবাদী তথ্য সমাজে নারীর ভূমিকা ও জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে। সমাজ কর্তৃক নির্মিত যৌনতা ও লিঙ্গের ধারণা প্রভৃতি।

কর্মক্ষেত্রে নারী

কোন ব্যক্তি কারো দেহকে যখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা প্রলোভনের দ্বারা নিজের যৌন বাসনা মেটানোর জন্য ব্যবহার করে তখন সেটাকে বলা হয় যৌন হেনস্তা বা যৌন নিপীড়ন। নারী-পুরুষ যে কেউ যেকোনো সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে তবে শিশু, কম বয়সী ছেলে বা মেয়ে এই অবস্থার মুখোমুখি বেশি হয়। সাধারণত যৌন নিপীড়নকারীরা শিশু বা কম বয়সী ছেলে মেয়েদের ভয়, প্রলোভন, হুমকি দিয়ে এই ঘটনা না জানাতে নির্দেশ করে। অনেক সময় যৌন-নিপীড়নের শিকার হয়ে অনেক ছেলে মেয়ে মানসিকভাবে কষ্ট পায় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিক হতে পারেনা। এক্ষেত্রে ১৯৭৯ সালে নারীদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ রোধের জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন ভারত ও অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ ১৯৯৭ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বিশাখা ও অন্যান্য বনাম রাজস্থান রাজ্যে মামলায় এই যৌন হেনস্তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। যৌন হেনস্থা বিভিন্ন রকম ভাবে হতে পারে, যেমন-

- গায়ে হাত দেওয়া বা হাত দেওয়ার চেষ্টা করা।
- যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করা।
- যৌন রসাত্মক মন্তব্য বা রসিকতা করা ইত্যাদি।

এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যেমন-

- কখন কোন অচেনা (নারী বা পুরুষ) লোকের সাথে একা চলাফেরা না করা।
- কাউকে ভালো লাগলেই চট করে তার সাথে ভাব না করা।
- আগে থেকে কেউ সাহায্য বা উপকার করতে এলে একটু সতর্ক থাকা।

উপরোক্ত বিষয়কে সামনে রেখে যৌন হেনস্তার প্রতিবাদ ভারত সরকার যে সমস্ত আইনের পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলি হল-

1. পতিতা বৃত্তি নিরোধ আইন 1956
2. পন নিবারণী আইন 1961
3. ফৌজদারী কার্যবিধী আইন 1973

মন্তব্য

সব মানুষের জন্য একটি উন্নত জীবনের আকাঙ্খায় নারীবাদী চেতনার মূল কথা। পাঠক লক্ষ্য করুন বলা হয়েছে 'সব মানুষ' - শুধু নারী নয় শুধু পুরুষও নয়। সব মানুষের জন্য একটি উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে নিশ্চিত করতে হবে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সমতা ও সুষম বন্টন। বস্তুত নারীবাদী চেতনার ভিত্তি হল মানবতা। এই চেতনার বাইরে যে সব কথাবার্তা সবই নারীবাদের অপভ্রংশ। নারীবাদ এর উদ্দেশ্য হল এক কথায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সমতা।

তিনিই নারীবাদী যিনি বিশ্বাস করেন, শুধু লিঙ্গের কারণে নারী বৈষম্যের শিকার, নারী হওয়ার কারণে তার ন্যায্য পাওনা সমাজ দিতে অস্বীকার করে এবং এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমাজের মধ্যে অমূল পরিবর্তন তথা বিপ্লব দরকার।

তথ্যসূত্র

(১) মন্ডল মলয়, নারীবাদ তত্ত্ব, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭ এ, কলেজ স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩

(২) http://www.rbu.ac.in

(৩) সেনগুপ্ত মল্লিকা, নারী আন্দোলন, কলকাতা- ৭০০০৭৩

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

AFFILIATED TO BANKURA UNIVERSITY

SESSION : 2022-23

SUB: PHILOSOPHY

COURSE TITLE – APPLIED ETHICS (SEC)

SUBMITED TO

MOUSUMI MONDAL

01.06.2023

SUBMITED BY

SANGITA MAJI

BEAUTI MAJI

SANCHITA MANDI

SULEKHA MANDI

MOU ACHARJYA

AKASH KARMAKAR

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা এবং বিষয় শিক্ষিকা মাননীয়া মৌসুমী মন্ডলকে। কারণ উনার সহযোগিতায় এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সুসম্পন্ন হয়েছে তাছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করেছেন। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠী ও শিক্ষা কর্মীদের যারা প্রকল্পটির উপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

Sangita Maji [UID→ 21191106018]
Mou Acharjya [UID - 21191106004]
Beauti Maji [UID - 21191106010]
Akash Karmakar [UID - 21191106007]

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	ভূমিকা	1
২	নারীবাদের উৎস ও ধারণা	2
৩	নারীদের বিভিন্ন প্রকার	3,4,5
৪	পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান	6
৫	কর্মক্ষেত্রে নারী	7
৬	Photo Team Work	8
৭	মন্তব্য	9
৮	তথ্যসূত্র	10

ভূমিকা

নারীবাদ শুধু একটি তত্ত্ব নয় এটি একটি আন্দোলন যার একটি রাজনৈতিক চরিত্র আছে, কারণ এই মতবাদ নারীর উপর দমন পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়ে নারীর অবস্থানের উন্নতি চায়।

একদিকে নারীবাদীরা নারীকে রীতিসিদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং অন্যদিকে তারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এর তাত্ত্বিক ভিত্তির তরুটি প্রদর্শন করে বলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংজ্ঞার বিস্তৃতি ঘটিয়ে পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউ এর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। যুগ যুগ ধরে নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাইরে রাখা হয়েছে, এমনকি দীর্ঘকাল ধরে নারীকে ভোট দান থেকে বিরত রাখা হয়েছে কারণ তাদের মতে নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন রাজনৈতিক গুণক এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। স্ত্রীর আইনি অবস্থান, শিশুর লালন পালনের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি, নারীর জন্য প্রস্তাবিত কল্যাণকর নীতি, গর্ভপাত সম্পর্কিত আইন ইত্যাদি দ্বারা নারীর জীবন বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে ও কর্মের দ্বারা সমাধান করা হয়।

নারীবাদের উৎস ও ধারণা

ভারতের নারীবাদ হলো ভারতের নারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার আন্দোলন। এই ধারণাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রেও এই আন্দোলনের অংশীদারেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এটি ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অন্যান্য দেশের নারীবাদী আন্দোলনের মতো ভারতীয় এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্যের মধ্যে আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অর্জন সমান পারিশ্রমিক কাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সমানাধিকার এবং রাজনীতিতেও সমানাধিকার।

ভারতীয় নারীবাদীরা ভারতের নির্দিষ্ট পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কিছু স্বতন্ত্র আন্দোলনেও পরিচালনা করেছেন, যেমন- সতীদাহ প্রথা রদ ও উত্তরাধিকার আইনের প্রতিষ্ঠা।

ভারতে নারীবাদ এর ইতিহাস কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভের পর সতীদাহ প্রথার বিরোধিতার মাধ্যমে সূত্রপাত হয় প্রথম পর্বের।

১৯১৫ থেকে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত স্থায়ী দ্বিতীয় পর্বে মহাত্মা গান্ধী ভারতছাড়ো আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে নারীবাদের সামিল করে নেন এবং দেশের নানা স্থানে স্বতন্ত্র নারী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। স্বাধীনতা উত্তর অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বে ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হয়েছে বিয়ের পর কর্মক্ষেত্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা।

ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের সাফল্য এখনো অবধি সীমিত। আধুনিক ভারতের আদিবাসী নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। ভারতের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীদের জমিতে অধিকার ও শিক্ষায় অধিকারের বিষয়গুলোতে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। গত দুই দশকে দেশে লিঙ্গ ভিত্তিক গর্ভপাতের প্রবণতা বেড়েছে বর্তমান ভারতে নারীবাদ এগুলোকে নির্মূল করতে চায়।
ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের সমালোচনাও হয়েছে। এই সমালোচনার মূল অভিযোগ হল এই আন্দোলন দেশের ইতিমধ্যেই বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত নারীদের মধ্যে বহু অংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে ও নিম্ন বর্ণের নারীদের অবহেলা করেছে এর ফলে সংগঠন ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে।

নারীদের বিভিন্ন প্রকার

উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ্বব্যাপী যে নারীবাদী আন্দোলন গুলি শুরু হয়েছে দাবি এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিক থেকে সেগুলি ছিল এক অপরের থেকে আলাদা। ওইসব আন্দোলনকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল –

(১) উদারনৈতিক নারীবাদ:- উদারনৈতিক নারীবাদ বলতে সেই তত্ত্ব ও আন্দোলনকে বোঝায় যার ভিত্তি হলো ধ্রুপদী উদারনৈতিক দর্শন। এটি হলো নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের ১৮ এবং ১৯ শতকের ইউরোপে যখন ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় তখন থেকেই এই নারীবাদের উদ্ভব। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই পর্বের আন্দোলনকারীরা নারী পুরুষের সমানাধিকার দাবি করতেন।

'The Vindication of the rights of women' (1972) গ্রন্থের রচয়িতা মেরি উলস্টোনক্রাফট কে কেউ কেউ উদারনৈতিক নারীবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

(২) মার্কসীয় নারীবাদ:- মার্কসীয় ও নারীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো মার্কসবাদ। মার্কসবাদ এর দ্বারা প্রভাবিত হয় এই ধারার প্রবক্তাগণ এই মত পোষণ করেন যে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি সামগ্রিক শোষণ ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। এরা মার্কসের জার্মান ইডিওলজি এবং এঙ্গেলস এর অরিজিন অফ ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপার্টি এন্ড দ্য স্টেট গ্রন্থ দুটির দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। উভয় গ্রন্থেই লিঙ্গ বৈষম্যের সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আধুনিক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এই বিভাজন চূড়ান্ত রূপ নিল যেখানে কর্ম ও গৃহকর্ম এবং কর্মক্ষেত্র ও গৃহ সম্পন্ন স্বতন্ত্র হয়ে গেল।

(৩) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ:- সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে গ্রহণ করলেও লিঙ্গবৈষম্য বা পিতৃতন্ত্রকে তারা কোন শাশ্বত ব্যবস্থা বলে মনে করেন না। এদের মতে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটলেই পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটবে এমন ভাবা ঠিক নয়। জিলা আইজেন স্টাইন তার 'Capitalist Patriarchy and the case for Socialist Feminism' (1979) নামক গ্রন্থে বলেছেন নারী শোষণের কেন্দ্রীয় উপাদান হলো দুটি- একটি পুরুষের আধিপত্য এবং অপরটি পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী দুদিক থেকে শোষিত হয়, একদিকে শোষিত জনগণের অংশ হিসাবে এবং অন্যদিকে পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবসার দ্বারা। তাঁর মতে, পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ শুধু যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ তা নয়, এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান থাকে। তাই পুঁজিবাদী কাঠামোর বদল ঘটলেও, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটি বদলায় না, তাই লিঙ্গবৈষম্য অব্যাহত থাকে।

(৪) র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ:- র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ এর ধারণা যৌন প্রেরণ এবং নারী নির্যাতনের মাধ্যমে প্রকাশিত পুরুষের আধিপত্যের মূলে আছে জৈবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ। এদের বিশ্বাস সমাজের মূল দ্বন্দ্বটি হল লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্ব। বৈপ্লবিক নারীবাদ এর অন্যতম প্রবক্তা জেফারি এর মতে প্রজনন সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত লিঙ্গগত শ্রেণীবিভাগ ওই পুরুষের আধিপত্যের কাছে নারীর বাশ্যতার জন্য দায়ী।

(৫) পরিবেশ সচেতন নারীবাদ:- ১৯৭০ এর দশক থেকে পরিবেশ সচেতন নারীবাদ অর্থাৎ ৮০ এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলিতে এই পরিবেশ সচেতনতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে এই পরিবেশ সচেতন নারীবাদ কে জনপ্রিয় করে তোলেন বিশিষ্ট পরিবেশ তাত্ত্বিক বন্দনা শিবা। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফ্রাঙ্কোইস্ট ইউবোন। তিনি নারী ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে পান।তার মতে এরা উভয় ই অপরের আধিপত্যের শিকার। নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থায় অধীনে আর প্রকৃতিকে মনুষ্য অধীনে থাকতে হয় এবং শোষিত নির্যাতিত হতে হয়।

(৬) মানবতাবাদী নারীবাদ:- এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তার লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টিকে স্রেফ একটা আকস্মিক ব্যাপার হিসাবে দেখেন। তারা মনে করেন পুরুষদের চেয়ে নারীদের কোন বাড়তি সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সুযোগ দিতে হলে নারী পুরুষকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। অন্যভাবে বললে এরা নারীদের প্রতি বিশেষ অধিকার দানের বিরোধী। মানবতাবাদী নারীবাদ এর বিশ্বাস, পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে নারী পুরুষদের মধ্যে প্রকৃত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্গ বৈষম্য অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

(৭) বিনির্মাণবাদী নারীবাদ:- অপর একদল নারীবাদী আছেন যাদের বলা হয় বিনির্মাণবাদী নারীবাদ। এদের মধ্যে আছেন ক্যরল বাক্কি, মারথা মিনো প্রমুখ নারীবাদগণ। এরাও নারীদের জন্য বিশেষধিকার দানের বিরোধী, কারণ এদের মতে এই বিশেষধিকার নারী ও পুরুষকে পৃথক সত্তা বিশিষ্ট গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রাখবে। তাই তারা চান সমান পরিস্থিতিতে সমান অধিকার। উল্টোভাবে বললে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ অধিকার চলতে পারে এইভাবে দেখলে সমানাধিকার এবং বিশেষঅধিকারের মধ্যকার পার্থক্য অন্তর্হিত হবে।

পরিশেষে বলা যায় উপরোক্ত ধারাগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকতে পারে তবে নারীবাদের অসম অবস্থানের বিষয়টি যে অনৈতিক সে বিষয়ে সকলে একমত। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই নারীবাদ সমাজে প্রচলিত লিঙ্গ পশ্চিমের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা জাগাতে সক্ষম হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাই একটা আন্দোলনের রূপান্তরিত হয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান

নারীবাদ বিংশ শতাব্দীতে উদ্‌ভূত একটি দর্শন যা সভ্যতায় মানুষ হিসেবে পুরুষের তুলনায় সবার্থে নারীর সমতা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। নারীবাদ সমাজে নারীর সমতা অর্জন বিশেষ করে পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের যৌক্তিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। নারীবাদ দাবি করে নারী পুরুষের তুলনায় একদিকে সক্ষম অন্যদিকে সামাজিক অবদানের দিক দিয়ে পুরুষ থেকে কম নয়।

জাতীয় মহিলা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র আয়োজিত ঢাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস সমাবেশ ৮ই মার্চ ২০০৫ বাংলাদেশ। নারীবাদ কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য সমাজে বিদ্যমান লৈঙ্গিক বৈষম্যের অবসান। নারীবাদ কর্মকাণ্ড সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রদত্ত বিভিন্ন মতবাদ ও আন্দোলনকে নির্দেশ করে। নির্বাচনী ভোটাধিকার, উত্তরাধিকারী সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বৈবাহিক জীবনে সমানঅধিকার, রাজনীতি ও ব্যবসায় সমান সুযোগ, সমান কাজে সমান বেতন, মাতৃত্ব অবসর ইত্যাদির নারীবাদী প্রবক্তাদের মৌলিক দাবি। ঐতিহাসিকভাবে নারীরা বঞ্চনার শিকার অতএব নারীবাদীরা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। নারীবাদীরা নিজ দেহের উপর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যও কাজ করেন এবং ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ ও পারিবারিক নিগ্রহ থেকে নারী ও বালিকাদের রক্ষা করার চেষ্টা করেই থাকেন। বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী নারীবাদ হতে পারেন যে কোন লিঙ্গের বা শুধুমাত্র কোন নারী যিনি নারীবাদে বিশ্বাস করেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীবাদী আন্দোলন থেকে উদ্‌ভূত নারীবাদী তথ্য সমাজে নারীর ভূমিকা ও জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে। সমাজ কর্তৃক নির্মিত যৌনতা ও লিঙ্গের ধারণা প্রভৃতি।

কর্মক্ষেত্রে নারী

কোন ব্যক্তি কারো দেহকে যখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা প্রলোভনের দ্বারা নিজের যৌন বাসনা মেটানোর জন্য ব্যবহার করে তখন সেটাকে বলা হয় যৌন হেনস্তা বা যৌন নিপীড়ন। নারী-পুরুষ যে কেউ যেকোনো সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে তবে শিশু, কম বয়সী ছেলে বা মেয়ে এই অবস্থার মুখোমুখি বেশি হয়। সাধারণত যৌন নিপীড়নকারীরা শিশু বা কম বয়সী ছেলে মেয়েদের ভয়, প্রলোভন, হুমকি দিয়ে এই ঘটনা না জানাতে নির্দেশ করে। অনেক সময় যৌন-নিপীড়নের শিকার হয়ে অনেক ছেলে মেয়ে মানসিকভাবে কষ্ট পায় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিক হতে পারেনা। এক্ষেত্রে ১৯৭৯ সালে নারীদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ রোধের জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন ভারত ও অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ ১৯৯৭ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বিশাখা ও অন্যান্য বনাম রাজস্থান রাজ্য মামলায় এই যৌন হেনস্তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। যৌন হেনস্থা বিভিন্ন রকম ভাবে হতে পারে, যেমন-

- গায়ে হাত দেওয়া বা হাত দেওয়ার চেষ্টা করা।
- যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করা।
- যৌন রসাত্মক মন্তব্য বা রসিকতা করা ইত্যাদি।

এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যেমন-

- কখন কোন অচেনা (নারী বা পুরুষ) লোকের সাথে একা চলাফেরা না করা।
- কাউকে ভালো লাগলেই চট করে তার সাথে ভাব না করা।
- আগে থেকে কেউ সাহায্য বা উপকার করতে এলে একটু সতর্ক থাকা।

উপরোক্ত বিষয়কে সামনে রেখে যৌন হেনস্তার প্রতিবাদ ভারত সরকার যে সমস্ত আইনের পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলি হল-

1. পতিতা বৃত্তি নিরোধ আইন 1956
2. পন নিবারণী আইন 1961
3. ফৌজদারী কার্যবিধী আইন 1973

GPS Map Camera
Bankura, West Bengal, India
GWCR+PWF, West Bengal 722158, India
Lat 23.521901°
Long 86.942251°
23/05/23 12:37 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bankura, West Bengal, India
GWCR+PWF, West Bengal 722158, India
Lat 23.521944°
Long 86.942247°
23/05/23 12:36 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bankura, West Bengal, India
GWCR+PWF, West Bengal 722158, India
Lat 23.521957°
Long 86.94285°
20/05/23 12:02 PM GMT +05:30
Google

মন্তব্য

সব মানুষের জন্য একটি উন্নত জীবনের আকাঙ্খায় নারীবাদী চেতনার মূল কথা। পাঠক লক্ষ্য করুন বলা হয়েছে 'সব মানুষ' - শুধু নারী নয় শুধু পুরুষও নয়। সব মানুষের জন্য একটি উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে নিশ্চিত করতে হবে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সমতা ও সুষম বন্টন। বস্তুত নারীবাদী চেতনার ভিত্তি হল মানবতা। এই চেতনার বাইরে যে সব কথাবার্তা সবই নারীবাদের অপভ্রংশ। নারীবাদ এর উদ্দেশ্য হল এক কথায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সমতা।

তিনিই নারীবাদী যিনি বিশ্বাস করেন, শুধু লিঙ্গের কারণে নারী বৈষম্যের শিকার, নারী হওয়ার কারণে তার ন্যায্য পাওনা সমাজ দিতে অস্বীকার করে এবং এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমাজের মধ্যে অমূল পরিবর্তন তথা বিপ্লব দরকার।

তথ্যসূত্র

(১) মন্ডল মলয়, নারীবাদ তত্ত্ব, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭ এ, কলেজ স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩

(২) http://www.rbu.ac.in

(৩) সেনগুপ্ত মল্লিকা, নারী আন্দোলন, কলকাতা- ৭০০০৭৩

1. Sangita Maji — majisangita679@gmail.com
2. Beauti Maji — beautimaji339@gmail.com
3. Sanchita Mandi — Sanchitamandi8927@gmail.com
4. Sulekha Mandi — Sulekhamandi987@gmail.com
5. Mou Acharjya — mouacherjee0@gmail.com
6. Akash Karmakar — akashkarmakar97321@gmail.com